দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা

এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আগস্ট ২০১৬

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন

বিগত ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখ সোমবার স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী মর্যাদাপূর্ণ ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদযাপিত হয় ।

চিত্র ১: এনএসডিসি সচিবালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে ব্যানার সংযোজন ।

যথাযথ মর্যাদার সাথে এ দিবসটি উদযাপনের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীন এনএসডিসি সচিবালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে এনএসডিসি সচিবালয় ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে ।

চিত্র ২: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী-তে সকাল ৮.০০টায় ধানমন্ডির ৩২ নং রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মিকাইল শিপার মহোদয়ের নেতৃত্বে এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ।

চিত্র ৩: বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণ ।

বিগত ১১ আগস্ট ২০১৬ তারিখে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অফিস কক্ষে জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় । তাছাড়া এনএসডিসি সচিবালয়ের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুকে শোকবার্তা আপলোড করা হয় ।

এই সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য

- স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন;
- ২১ তম ইসিএনএসডিসি সভা অনুষ্ঠিত;
- কম্পিটেন্সী ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত;
- এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (১ম পর্যায়) পুনরীক্ষণোত্তর বৈধকরণ এবং এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (২য় পর্যায়) চালুকরণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত;
- ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার টেকনোলজিতে এনটিভিকিউএফ চালুকরণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত;
- আইএসসিসমূহের সাথে সভা ।

Construction ISC (CISC)

গত ৩০শে আগস্ট সকাল ১১.৩০ মিনিটে ঢাকাস্থ সুদক্ষ অফিসের সম্মেলন কক্ষে কনস্ট্রাকশন আইএসসির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

২১ তম ইসিএনএসডিসি সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে বিকাল ৩.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে ইসিএনএসডিসির ২১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; জনাব মিকাইল শিপার, সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব) জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম এবং ইসিএনএসডিসির মাননীয় সদস্যগণ ও এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ।

চিত্র ৪: ২১ তম ইসিএনএসডিসি সভায় সম্মানিত সচিব জনাব মিকাইল শিপার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব সালাহউদ্দিন কাশেম খান।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আলোচ্যসূচি অনুসারে সভার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ইসিএনএসডিসির সদস্য-সচিব এবং এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করেন। আলোচ্যসূচিসমূহ অনুসারে বিগত ইসিএনএসডিসির ২০তম সভার কার্যবিবরণী (প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ) উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। তাছাড়া বিগত ২০ তম সভার গৃহীত ১০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪টি সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এনএসডিসি'র ৪র্থ সভার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদিত আলোচ্যসূচীর আলোকে প্রণীত কার্যপত্রটি ২০ তম সভায় অনুমোদন করা হয়।

তবে ৪র্থ সভাটি নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হবে না বিধায় সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে আরেকবার ইসিএনএসডিসি'র সভায় এ বিষয়টি পুনরায় আলোচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান আইন-২০১৬ এর খসড়া সভায় উপস্থাপন করা হয়। তবে খসড়া আইনটির ভাষাগত দিক পরিমার্জনের লক্ষ্যে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চিত্র ৫: ২১ তম ইসিএনএসডিসি সভায় বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট জনাব সালাহউদ্দিন কাশেম খান বক্তব্য প্রদান করছেন।

আলোচ্যসূচি অনুযায়ী এনএসডিসি'র জন্য লোগো নির্বাচন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম স্থান অর্জনকারী লোগোসমূহ এনএসডিসি সচিবালয়ের চতুর্থ সভায় উপস্থাপন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। এনএসডিসি ও ইসিএনএসডিসি পুর্নগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে তা পুর্নগঠনের বিষয়ে শ্রম সচিব, শিক্ষা সচিবসহ উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সহমত পোষণ করেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এনএসডিসি ও ইসিএনএসডিসি পুর্নগঠনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

চিত্র ৬: ২১তম ইসিএনএসডিসি সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এবিএম খোরশেদ আলম সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করছেন।

কম্পিটেন্সী স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলোপমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ১লা আগস্ট থেকে ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে চারদিনব্যাপি রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং, গার্মেন্টস ট্রেড, অটোমোটিভ ও মেশিন ট্রেড এর কম্পিটেন্সী স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলোপমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ বুরো অব ম্যান পাওয়ার এ্যামপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং (BMET) এর আয়োজনে এবং এনএসডিসি সচিবালয়ের সহযোগিতায় এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেড

বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ৩৬০ ঘন্টার স্বল্পমেয়াদী কোর্সের লেভেল ১ থেকে লেভেল ৩ পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড চালু রয়েছে। এ ট্রেডে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী তৈরি করতে লেভেল ৪ থেকে লেভেল ৫ পর্যন্ত কারিকুল্যামের উন্নয়নসাধন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ১লা আগস্ট এবং ২রা আগস্ট KOICA ও BMET এর আয়োজনে এবং এনএসডিসি সচিবালয়ের সহযোগিতায় এ ট্রেডে অভিজ্ঞ শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সংশ্লিষ্ট শিল্প দক্ষতা পরিষদ এক্সপার্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুল্যাম স্পেশিয়ালিস্টদের নিয়ে রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং ট্রেডের লেভেল ৪ থেকে লেভেল ৫ পর্যন্ত কারিকুল্যাম তৈরি ও স্ট্যান্ডার্ডসমূহের উন্নয়নসাধন করা হয়। দুইদিনব্যাপি অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র ৭: এনএসডিসি সচিবালয়ে কম্পিটেন্সী স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলোপমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

ড্রেস মেকিং ট্রেড

বাংলাদেশের রপ্তানি খাতের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে তৈরি পোশাক-শিল্প। এ পোশাক শিল্পে বিশেষত গামেন্টস এ নিটিং, উভেন, সেলাই ইত্যাদি তৃণমূল পর্যায়ে অধিক কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। গার্মেন্টস সেক্টরে মিড-লেভেল ম্যানেজার, সুপারভাইজার ইত্যাদি পদে দক্ষ জনশক্তির যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এমনকি দক্ষ ডিজাইনারের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ৩৬০ ঘন্টার স্বল্পমেয়াদী কোর্সের লেভেল ১ থেকে লেভেল ৩ পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড চালু রয়েছে। এ ট্রেডে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী তৈরি করতে লেভেল ৪ থেকে লেভেল ৫ পর্যন্ত কারিকুল্যামের উন্নয়নসাধন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে KOICA ও BMET এর আয়োজনে দুইদিনব্যাপি (১লা আগস্ট এবং ২রা আগস্ট) অনুষ্ঠিত ড্রেস মেকিং ট্রেডের কম্পিটেন্সী স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলোপমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ ট্রেডে অভিজ্ঞ শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সংশ্লিষ্ট শিল্প দক্ষতা পরিষদ এক্সপার্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুল্যাম স্পেশিয়ালিস্ট প্রমুখেরা অংশগ্রহণ করেন। তারা সকলে লেভেল ৪ ও লেভেল ৫ এর কারিকুল্যামের উন্নয়নসাধন করেন।

অটোমেকানিক্স ট্রেড

এ ট্রেডে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ৩৬০ ঘন্টার স্বল্পমেয়াদী কোর্সের লেভেল ১ থেকে লেভেল ৩ পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড চালু রয়েছে। উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী তৈরি করতে এ ট্রেডে লেভেল ৪ থেকে লেভেল ৫ পর্যন্ত কারিকুল্যামের উন্নয়নসাধন অতীব জরুরী। এ লক্ষ্যে এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে KOICA ও BMET এর আয়োজনে দুইদিনব্যাপি (৩রা আগস্ট এবং ৪ঠা আগস্ট) অনুষ্ঠিত অটোমোটিভ ট্রেডের কম্পিটেন্সী স্ট্যান্ডার্ড ডেভেলোপমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এ ট্রেডে অভিজ্ঞ ৬০ জন শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সংশ্লিষ্ট শিল্প দক্ষতা পরিষদ এক্সপার্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুল্যাম স্পেশিয়ালিস্টদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র ৮: কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ওয়ার্ক।

মেশিন শপ প্র্যাকটিস ট্রেড

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন ৩৬০ ঘন্টার স্বল্পমেয়াদী সিএনসি কোর্সের এবং মেশিনিস্ট কোর্সের লেভেল ১ থেকে লেভেল ৩ পর্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড চালু রয়েছে। কাঙ্খিত দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য লেভেল ৪ থেকে লেভেল ৫ পর্যন্ত কারিকুল্যামের উন্নয়নসাধন জরুরী। গত ৩রা আগস্ট এবং ৪ঠা আগস্ট KOICA ও BMET এর আয়োজনে এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে মেশিন শপ প্র্যাকটিস ট্রেডের কারিক্যুলাম ও স্ট্যার্ন্ডাড ডেভেলোপমেন্টের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন এ ট্রেডে অভিজ্ঞ শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সংশ্লিষ্ট শিল্প দক্ষতা পরিষদ এক্সপার্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুল্যাম স্পেশায়ালিস্ট, এনএসডিসি সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ।

চিত্র ৯: কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ওয়ার্ক।

বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (প্রথম পর্যায়) বৈধকরণ এবং দ্বিতীয় পর্যায় চালুকরণ বিষয়ক কর্মশালা

বিগত ২৫ থেকে ২৭ আগস্ট এনএসডিসি সচিবালয় এবং আইএলও বি-সেপ প্রকল্পের যৌথ আয়োজনে বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সম্মেলন কক্ষে এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (১ম পর্যায়) পুনরীক্ষণোত্তর বৈধকরণ এবং এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (২য় পর্যায়) চালুকরণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের মোট ৪৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল ঃ

১। অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর সম্পর্কে ধারণা প্রদান;

২। কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণা প্রদান;

৩। অনুশীলনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের দ্বিতীয় পর্যায় কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং এককভাবে এ্যাকশন প্ল্যান তৈরির সক্ষমতা অর্জন;

চিত্র ১০: বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (২য় পর্যায়) চালুকরণ শীর্ষক কর্মশালা।

৪। পূর্ববর্তী এনএসডিসি প্রথম পর্যায় কর্মপরিকল্পনার সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রির্পোট তৈরিকরণ;

৫। প্রণীতব্য কর্মপরিকল্পনা সফল ও দক্ষভাবে বাস্তবায়ন ও পুনরীক্ষণ এর উপযোগী ও টেকসই পদ্ধতি নির্ণয়করণ;

৬। এ্যাকশন প্ল্যান মনিটরিং এর সক্ষমতার উন্নয়নসাধন।

২৫শে আগস্ট সকাল ১০:০০ টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম (অতিরিক্ত সচিব) এ কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এনএসডিসি সচিবালয়ের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম সবাইকে স্বাগত জানান এবং কর্মশালার গুরুত্ব সবার নিকট ব্যক্ত করেন। কর্মশালার সভাপতি সকলকে এনএসডিসি সচিবালয়ের কার্যপরিধি সংক্ষিপ্ত আকারে অবগত করেন এবং

চিত্র ১১: কর্মশালায় সেশন পরিচালনা করছেন এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

উপস্থিত সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের প্রতিনিধিদেরকে এনএসডিসি এর কর্মপরিকল্পনা সুনিপুণভাবে প্রণয়ন করার আহবান জানান। আইএলও এর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব হরিপদ দাস বলেন যে, এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা দ্বিতীয় পর্যায় (২০১৭-২০২১) মূলত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার সম্বনিত পরিকল্পনা। সভাপতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে এবং তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকল্পে এ কর্মশালা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া তিনি কম্পিটেন্স বেজ্‌ড প্রশিক্ষণের উপর জোর দেন যা দেশে বিদেশে শ্রমিকদের চাকুরী সুযোগ বৃদ্ধি করবে।

চিত্র ১২: কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মন্ত্রণালয় ও দপ্তর-অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ।

কর্মশালায় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট ৪৩ জন প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন ।

ক্র.নং	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তরসমূহ
১.	কৃষি মন্ত্রণালয়
২.	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৩.	কৃষি বিপনণ অধিদপ্তর
৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৫.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৭.	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৮.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৯.	মৎস্য অধিদপ্তর
১০.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১১.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১২.	সমাজ সেবা অধিদপ্তর
১৩.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১৪.	কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
১৫.	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
১৬.	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১৭.	জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
১৮.	স্থানীয় সরকার ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
১৯.	বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল
২০.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
২১.	বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন
২২.	শিল্প মন্ত্রণালয়
২৩.	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)
২৪.	বাংলাদেশ রাসায়নিক শিল্প কর্পোরেশন
২৫.	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
২৬.	বাংলাদেশ প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও)
২৭.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২৮.	এনএসডিসি সচিবালয়
২৯.	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বুর্যো
৩০.	বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
৩১.	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৩২.	বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন
৩৩.	বস্ত্র অধিদপ্তর
৩৪.	গণসাক্ষরতা অভিযান
৩৫.	BRAC
৩৬.	Dhaka Ahsania Mission
৩৭.	UCEP Bangladesh
৩৮.	IOM Bangladesh

তিন দিনব্যাপি অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় মোট ১৯টি সেশন অনুষ্ঠিত হয় । ২টি সেশন এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (১ম পর্যায়) বৈধকরণ সংক্রান্ত, ৫টি সেশন এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (২য় পর্যায়) প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত, ২টি সেশন অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ওয়ার্ক উপস্থাপন, ২টি সেশন গ্রুপ ওর্য়াকের সংশোধন, ২টি সেশন অনুশীলনের জন্য এবং ২টি সেশন চূড়ান্ত উপস্থাপনের জন্য অনুষ্ঠিত হয় ।

চিত্র ১৩ঃ কর্মশালায় পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক বক্তব্য প্রদান করছেন ।।

এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা, পুনরীক্ষণ প্রক্রিয়া, স্বাধীনভাবে কর্মপরিকল্পনার নমুনা তৈরিকরণ ইত্যাদি অনুশীলন সম্পন্ন হয় । উপস্থিত সকলে সুনিপুণভাবে গ্রুপ ওর্য়াক সম্পন্ন করে । কর্মশালার সমাপ্তিদিনে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মহাপরিচালক জনাব মান্নান কর্মশালা পরিদর্শণ করেন এবং তিনি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় পুর্থিগত বিদ্যা অপেক্ষা ব্যবহারিক বিদ্যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মাঠ পর্যায়ে তা অধিক কার্যকরী হয় বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন ।

চিত্র ১৪ঃ কর্মশালায় সমাপণী বক্তব্য প্রদান করছেন এনএসডিসি সচিবালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ।।

তিনি অংশগ্রহণকারী সকলকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর বিভিন্ন চলমান কার্যাবলী দেখার আমন্ত্রণ জানান । কর্মশালার তৃতীয় দিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে একজন অংশগ্রহণকারী তাদের মতামত ব্যক্ত করেন । সমাপণী অনুষ্ঠানে জনাব রেজাউল করিম, পরিচালক, এনএসডিসি সচিবালয় সকলের প্রাণবন্ত ও সাবলীল অংশগ্রহণে এ কর্মশালা বেশ গতিশীল হয়েছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন ।

সবশেষে সভাপতি সবাইকে এবং বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, ILO ও কানাডা সরকারকে এ কর্মশালা সফলভাবে পরিচালনার জন্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং পরবর্তী এনএসডিসি কর্মপরিকল্পনা (২য় পর্যায়) প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এ কর্মশালা ভিত্তিরূপে গণ্য হবে বলে কর্মশালা পরিসমাপ্ত করেন। DTE তথ্য মতে এ পর্যন্ত ৫০০০০ এনটিভিকিউএফ গ্রাজুয়েট বের হয়েছে। বর্তমানে টিভিইটি সেক্টরে এ ট্রেডে ৯৬০০০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে এবং তাদের ড্রপ আউট নেই। সভাপতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, টিভিইটি সেক্টরে বর্তমানে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত হলো ১ ঃ ১০। তাই এ ট্রেডে প্রচুর শিক্ষক ও প্রশিক্ষক প্রয়োজন এবং টিভিইটিতে বিদ্যমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর কম্পিউটার টেকনোলজিতে NTVQF চালুকরণ বিষয়ক সভা

গত ২৩শে আগস্ট এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে জনাব এবিএম খোরশেদ আলম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর কম্পিউটার টেকনোলজিতে এনটিভিকিউএফ চালুকরণ বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব অশোক কুমার বিশ্বাস এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান।

চিত্র ১৫: এনএসডিসি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর কম্পিউটার টেকনোলজিতে এনটিভিকিউএফ চালুকরণ বিষয়ক সভা।

প্রচলিত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর কম্পিউটার টেকনোলজিতে এনটিভিকিউএফ এর ১-৬ লেভেল পর্যন্ত চালু করার প্রস্তাব রয়েছে যার মধ্যে লেভেল ১ ও লেভেল ২ এ কম্পিউটার অপারেশন সম্পর্কিত এবং লেভেল ৩ থেকে লেভেল ৬ পর্যন্ত ওয়েব ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি সম্পর্কিত কারিকুল্যাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং চালু হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চালু করতে আরও নতুন ৫০০ বা তার অধিক শিক্ষক প্রয়োজন। ইতোমধ্যে ৪৫০ জন শিক্ষককে সিঙ্গাপুরের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান উল্লেখ করেন যে, জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণ করে ইতোমধ্যে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কম্পিউটার বিষয়ের উপর নতুন কারিকুল্যাম তৈরি হচ্ছে এবং তা এনটিভিকিউএফ এর প্রি-ভোক লেভেলে যোগ হবে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুল্যাম বিশেষজ্ঞ জনাব শাহ আলম মজুমদার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের NTVQF ঈবষষ সর্ম্পকে এবং ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে বিভিন্ন লেভেল সর্ম্পকে বর্ণনা দেন। তিনি বলেন এক্ষেত্রে ১২টি অক্যুপেশন এবং ২২টি স্ট্যান্ডার্ডের উন্নয়ন করা হবে। নিম্নের ছকে তা দেখানো হলো:

Identified Occupations and levels for IT in diploma in Engineering Course

Sl. No.	Occupation Name	NTVQF Levels	No. of Standards	Occupation Type
1.	Computer Operation	1 & 2	2	New
2.	IT Support	2 to 4	3	Existing
3.	Graphic Design	2 & 3	2	Existing
4.	Web Design & Development	3 to 6	4	Existing
5.	PCB Making	2	1	New
6.	Print Machine Servicing	4	1	New
7.	IP Network & Security System	5	1	New
8.	Embedded System Development	5 & 6	2	New
9.	PLC Automation	5 & 6	2	New
10.	Database Development	5 & 6	2	New
11.	System and Network Administration	6	1	New
12.	Apps. Development	6	1	New
	Supervision and Management Competencies	5 & 6	Total-22	

বর্তমানে প্রচলিত সিস্টেমে এ অকুপেশনে ৫টি লেভেল বিদ্যমান রয়েছে যার প্রথম লেভেলে আইটি সার্পোট এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন ও বাকি এনটিভিকিউএফ লেভেল ২ থেকে ৫ পর্যন্ত এ দুইটির সাথে ওয়েব ডিজাইন সংযুক্ত রয়েছে এবং তা ২০১২ সাল থেকে কার্যকরী রয়েছে। প্রস্তাবিত ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের এনটিভিকিউএফ লেভেল-১ এ শুধু কম্পিউটার অপারেশন, এনটিভিকিউএফ লেভেল ২ থেকে তার সাথে আইটি সার্পোট, পিসিবি মেকিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং সর্বোচ্চ এনটিভিকিউএফ লেভেল ৬ এ এই অক্যুপেশনগুলোর সাথে সিস্টেম নেটওর্য়াক ও সার্ভিসিং, ড্যাটাবেজড ডেভেলপমেন্ট, ওয়েব ডিজাইন, এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট এবং সুপারভাইজরী ইত্যাদি সংযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া ইলেকটিভ বিষয়সমূহের মধ্যে নেটওর্য়াক মেইনটেনেন্স, সফটওয়্যার ডেভেলপার, মাল্টিমিডিয়া ডেভেলপার, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, অটোমেশন সিস্টেম ইত্যাদিও উল্লেখ রয়েছে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে মেইনটেনেন্স শব্দটির পরিবর্তে ডিজাইনিং শব্দটি ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন। তবে এনটিভিকিউএফ লেভেল অনুযায়ী বিদ্যমান অক্যুপেশনের কম্পিটেন্সী অর্জন করতে পুনঃবিন্যাস করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে টেকনোলজি সর্ম্পকিত অংশ সিবিটিএ মোডে এ্যাসেসড হবে।

চিত্র ১৬: ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর কম্পিউটার টেকনোলজিতে এনটিভিকিউএফ চালুকরণ বিষয়ক সভায় স্লাইড পরিদর্শণ করছেন উপস্থিত প্রতিনিধিগণ।

নতুন সিস্টেমে কোন শিক্ষার্থী যদি লেভেল-৫ পর্যন্ত কমপক্ষে তিনটি অক্যুপেশন এ সার্টিফাইড হন অথবা লেভেল-৪ পর্যন্ত প্রস্তাবিত সকল অক্যুপেশনে এ সার্টিফাইড হন তাহলে তাকে ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা তার সমমানের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। সে যদি লেভেল ৬ এ কমপক্ষে ২টি অক্যুপেশন এ সার্টিফাইড হন তাহলে ম্যানেজমেন্ট ও সুপারভিশন কম্পিটেন্সীতে স্টেটমেন্ট অব এচিভমেন্ট প্রাপ্ত হবে।

আইএসসিসমূহের সাথে সভা

আগস্ট মাসে নিম্নে বর্ণিত দুইটি আইএসসির সভা অনুষ্ঠিত হয়-

Information Communication Technology (ICT) ISC

গত ২৪শে আগস্ট বিকাল ৩.০০টায় এনএসডিসি সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে জনাব শাফকাত হায়দার, চেয়ারম্যান, এফবিসিসিআই এর সভাপতিত্বে আইসিটি আইএসসি গঠন ও শক্তিশালীকরণ সর্ম্পকিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মোস্তফা জাব্বার এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উল্লেখ করেন যে, দেশে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা কালের বির্বতনে শিল্পের সাথে সংযোগ হারিয়েছে। আইএসসি গঠনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করে তিনি বলেন বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগে বিকাশমান দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্পের চাহিদার সাথে সর্ম্পকহীন বিদ্যা কেবল পুঁথিতে সীমাবদ্ধ থাকবে ।

চিত্র ১৭: এনএসডিসি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আইসিটি আইএসসি গঠন ও শক্তিশালীকরণ সর্ম্পকিত সভা।

বর্তমানে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রচলিত ট্রেডসমূহের কারিকুল্যাম আধুনিকীকরণ এবং শিল্পের সাথে সর্ম্পকিত করার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে কারিকুল্যাম ডেভেলপের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য সিঙ্গাপুরে ও অস্ট্রেলিয়াতে যোগ্য প্রশিক্ষকদের পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার্থীরা বিদেশে অবস্থানরত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেন তাদের ক্রেডিট ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করতে পারে সে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উপস্থিত অনেকে আহবান করেন। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আরও বলেন যে, বর্তমানে টিভিইটি সেক্টরে ছাত্রীদের এনরোলমেন্ট এর হার বৃদ্ধি পেয়েছে যা আশাব্যাঞ্জক। আমাদের দেশের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ধীরে ধীরে বাড়ছে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের কারিকুল্যাম বিশেষজ্ঞ জনাব শাহ আলম মজুমদার বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের NTVQF Cell কৃত ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে বিভিন্ন লেভেল বিশেষত প্রস্তাবিত লেভেল-৩ থেকে লেভেল-৬ পর্যন্ত সর্ম্পকে বর্ণনা দেন।

দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা

এনএসডিসি সচিবালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

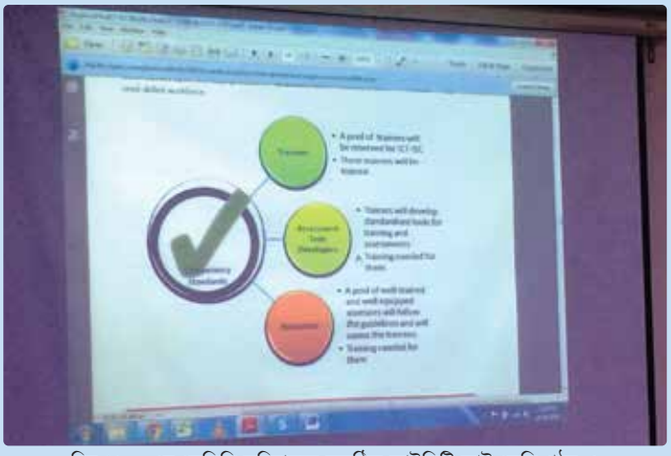

চিত্র ১৮: এনএসডিসি সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আইসিটি আইএসসি গঠন ও শক্তিশালীকরণ সম্পর্কিত সভায় প্রদর্শিত স্লাইড।

আইসিটি আইএসসির সিইও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নের মাধ্যমে এ ট্রেডে চার বছর মেয়াদী (জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০) কর্মপরিকল্পনা দ্বারা কিভাবে স্ট্যান্ডার্ড তৈরিকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং প্রশিক্ষকদের সক্ষমতার উন্নয়ন করা হবে তার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা করেন। তিনি বলেন এ ট্রেডে এ পর্যন্ত ২৩টি স্ট্যান্ডার্ড সনাক্ত করা হয়েছে যার মধ্যে প্রথম বছর (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৭) গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডিজাইন ও আইটি সার্পোট এ তিনটির উপর ৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে; দ্বিতীয় বছর পূর্বের তিনটি স্ট্যান্ডার্ড আরও ডেভেলোপ করে আরও ৭,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং তৃতীয় বছর ৪৯,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সভাপতি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, এসকল প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি একক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন থাকা প্রয়োজন এবং সরকার যেন তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মোস্তফা জাব্বার বলেন যে, বর্তমানে সরকারের আইসিটি বিভাগ ৩৪টি ভাষা আইটি সেক্টরে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ও রূঢ় সত্য যে শুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ জানা, বলা, পড়া ও লেখার মত লোকবলের বড্ড অভাব রয়েছে। ২০০১ সাল থেকে মোবাইল ও নেট সমস্যা সমাধানে কাস্টমার কেয়ার চালু রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিনা প্রশিক্ষণে প্রচুর জনবল কাজ করছে এবং এদের দক্ষতা পরিমাপ বা উন্নীতকরণের কোন নির্দিষ্ট সিস্টেম নাই। এ সকল দিক চিন্তা করে কারিকুল্যাম ডেভেলোপের জন্য তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

ফটো গ্যালারি

চিত্র ১৯: এনএসডিসি সচিবালয়ের উপপরিচালক জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার ও জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শোক র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব এ বি এম খোরশেদ আলম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদনা পরিষদ

জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম
পরিচালক (উপসচিব)

জনাব নেপাল চন্দ্র কর্মকার
উপপরিচালক (সহযোগী অধ্যাপক)

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
উপপরিচালক

জনাব শুভ্রা রায়
উপপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত)

সম্পাদক

জনাব নাহিদ আখতার শান্তা
গবেষণা কর্মকর্তা

সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যেকোন দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, কর্মকান্ড থাকলে তা **'দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমায়'** প্রকাশের জন্য এনএসডিসি সচিবালয়ের ঠিকানায় যোগাযোগের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো। দক্ষতা উন্নয়ন সংবাদ পরিক্রমা প্রতি মাসে এনএসডিসি সচিবালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

এনএসডিসি সচিবালয় (২য় তলা), টেলিকম ট্রেনিং সেন্টার, ৪২৩-৪২৮ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা- ১২০৮ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
টেলিফোন নম্বরঃ ৮৮৯১০৯১, ৮৮৯১০৯৩, ৮৮৯১০৯৬, ফ্যাক্সঃ ৮৮৯১০৯২, ইমেইলঃ nsdcsecbd@yahoo.com, ওয়েবসাইটঃ www.nsdc.gov.bd